SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

বেদে পরিবেশতত্ত্বরূপে বর্ণিত পঞ্চমহাভূত

Farida Molla
Senior Research Fellow
Sahitya Department
Central Sanskrit University, New Delhi, Inida
Email: mollafarida80@gmail.com

Abstract: আমাদের চারিপাশে অবস্থিত জৈব অজৈব উপাদান নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ। উদ্ভিদ ও প্রাণী জৈব উপাদান এবং অজৈব উপাদান হল পঞ্চমহাভূত। এই পঞ্চমহাভূত হল সৃষ্টির মূল। পরিবেশ বিজ্ঞান আধুনিক হলেও পরিবেশ তত্ত্বের ভাবনা বেদে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে। মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর স্তুতি দ্বারা বেদে পরিবেশ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। অমৃতদায়ক ও আশ্রয়দায়ক এই পৃথিবীতে সুখ, শান্তি বিরাজ করে যা দূষণরহিত পরিবেশকে সূচিত করে। অমৃতস্বরূপ শুদ্ধ জলের নির্মল প্রবাহের দ্বারা পরিবেশের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। সূর্যের আলোর দ্বারা রোগ নাশ হয় এবং বায়ুমণ্ডল, জল, পৃথিবী শুদ্ধ হয়। তাই বৈদিক ঋষিরা সূর্যদেবের প্রসন্নতা এবং কৃপার জন্য প্রার্থনা করেছেন। সূর্যের কাছে এই প্রার্থনার মাধ্যমে পরিবেশ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। অমৃতস্বরূপ শুদ্ধ বায়ু অক্সিজেন রূপে শরীরে প্রবেশ করে দীর্ঘায়ু প্রদান করে, বায়ুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে বায়ু যেন শুদ্ধভাবে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর শুদ্ধ রূপের প্রার্থনায় পরিবেশের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বেদে সুন্দরভাবে পরিবেশতত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়।

Keywords: পরিবেশ, জৈব উপাদান, অজৈব উপাদান, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্, ব্যোম।

সকল জৈব ও অজৈব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবেশ। উদ্ভিদ ও প্রাণী জৈব উপাদান এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্ ব্যোম হল অজৈব উপাদান। এই অজৈব উপাদান হল পঞ্চমহাভূত। এই পঞ্চমহাভূতকেই উৎপত্তির মূলরূপে মনে করা হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব মানবজীবনকে প্রভাবিত করে এবং নিজে মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জীবের রক্ষার জন্য পঞ্চমহাভূতের সমতা দরকার। এই পাঁচ তত্ত্বই পরিবেশ নির্মাণ করে। বেদে পঞ্চমহাভূতকে দেবতারূপে অর্চনা করা হয়েছে।

পরিবেশের অজৈব উপাদানের অন্যতম উপাদান হল পৃথিবী। বেদে পৃথিবীকে মাতা রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। মাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শিত করে ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবী ধরাতলে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা স্নেহ প্রদর্শিত করে। বেদে মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর স্তুতি করা হয়েছে।[1] এই ধরাতলে অবস্থিত সকল জীবজন্তুর খাদ্য প্রদান করে এই পৃথিবী এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণী অন্ন, জল গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এই পৃথিবী সকলের ঐশ্বর্য এবং সুখ প্রদান করে।[2] পৃথিবী আমাদের প্রাণ এবং আয়ুকে ধারণ করে আছে।[3] স্বচ্ছ এবং প্রদূষণরহিত এই পৃথিবীতে শান্তি এবং সুখ বিরাজ করে যা সকলের জন্য অমৃতদায়ক এবং আশ্রয় দায়ক।[4] ধান জব ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু লাভের জন্য পৃথিবীর উপাসনা করা হয়েছে।[5] বেদে পৃথিবীর যে উপাসনা করা হয়েছে তা পরিবেশ ভাবনাকে সূচিত করে।

পরিবেশের অপর একটি উপাদান হল জল। জলের অপর নাম জীবন। তাই ভেষজগুনে পরিপূর্ণ এই জলকে অমৃতস্বরূপ বলা হয়েছে।[6] এই জল সকলের রোগ দূর করে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে— 'তা অস্মভ্যম্ অযক্ষ্মা অনমীবা'।[7] অমৃততুল্য, ওজ:স্বরূপ, শক্তিদায়ক এই জল মৃত্যু থেকে সকলকে রক্ষা করে।[8] জীবনরূপ এই জল আমাদের জন্য কল্যাণকারী তাই এই জলের দ্বারা আমাদের প্রাণের শক্তি মেলে— 'যো ব: শিবতমো'।[9] জলকে স্নেহময়ী জননী বলা হয়েছে তাই সকলে এই কল্যাণকারী জলের স্বাদ গ্রহণ করতে চায়।[10] বেদে সূর্যরশ্মি ওষধি এবং কুশঘাসের দ্বারা জল শুদ্ধ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।[11] শুদ্ধ জলের দ্বারা সব রকমের কল্যাণ হয় এবং রোগ নিরাময় হয়। তাই বেদে জলের নির্মল প্রবাহের কামনা করা হয়েছে।[12] জলের এই নির্মল প্রবাহ কামনার মাধ্যমে পরিবেশের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে।

অজৈব উপাদানের অন্যতম হলো সূর্য। এই সূর্য জ্যোতিষ্কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সূর্যের তেজ সকলের জন্য অনুকূল এবং কল্যাণকর।[13] সূর্য বিশ্বকে প্রকাশ করে।[14] এবং দিনরাত্রি নির্ণয় করে।[15] বেদে সূর্যকে সমস্ত সৃষ্টির উপকারক বলা হয়েছে এবং সূর্যের রশ্মির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে।[16] জগতের সকল প্রাণী সূর্যকে অনুসরণ করে, সূর্য উদিত হলে সকল লোক নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হয়।[17] সূর্যের রশ্মির দ্বারা বায়ুমণ্ডল, জল, পৃথিবী শুদ্ধ হয়। যেখানেই সূর্যের আলো না পৌঁছায় সেখানে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং পোকামাকড় বাড়তে থাকে। তাই বৈদিক ঋষিরা সূর্যদেবের প্রসন্নতা এবং কৃপার জন্য প্রার্থনা করেছেন।[18] পরিবেশের দৃষ্টিতে সূর্যের উপাসনা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। তেজ:স্বরূপ অগ্নির স্তুতি সামবেদে করা হয়েছে— 'অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নি:'।[19] যজ্ঞের কর্তা এবং মানুষের জন্য হিতকারী হল অগ্নি।[20] এই অগ্নি প্রীত হয়ে মানুষের গৃহে অবস্থান করে।[21] অগ্নির স্তুতির দ্বারা পরিবেশ স্বচ্ছতার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

বেদে বায়ুকে অমৃত বলা হয়েছে। এই বায়ু অক্সিজেন রূপে শরীরের মধ্যে গিয়ে প্রাণে শান্তি প্রদান করে।[22] বৈদিক যুগে ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন যে বয়ে আসা শুদ্ধ বায়ু ওষুধের মত হয়ে উঠুক এবং মানুষকে দীর্ঘায়ূ প্রদান করুক। এই বায়ু যেন সুখকর ও কল্যাণকর হয়।[23] বায়ুকে পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু বলে সম্বোধন করা হয়েছে— 'উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা'।[24] পরিবেশ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য বিভিন্ন দেবতার কাছে প্রার্থনা আছে শুক্ল যজুর্বেদে—

'শং নো বাতঃ পবতাং শং নস্তপতু সূর্যঃ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভি বর্ষতু॥'[25]

অর্থাৎ 'আমাদের সুখকররূপে বায়ু বয়ে যাক, সূর্য আমাদের সুখকররূপে তাপ দিক, গর্জনকারী পর্জন্যদেব আমাদের সুখকররূপে বর্ষণ করুক। দিনের অভিমানী দেবগণ আমাদের সুখরূপ হোক, রাতের অভিমানী দেবতারা আমাদের সুখ দিন।'

পরিবেশের অন্যতম উপাদান বায়ুর উপাসনা বেদে আছে এবং তাকে দেবতা কল্পনা করে তার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়েছে।[26] এখানে বায়ুর উপাসনার মাধ্যমে পরিবেশের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে।

বেদে পঞ্চমহাভূতের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে। ঋগ্বেদে মাতৃস্বরূপ পৃথিবীর স্তুতি করা হয়েছে। অথর্ববেদে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু লাভের জন্য পৃথিবীর উপাসনা করা হয়েছে। সামবেদে জলকে স্নেহময়ী জননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যজুর্বেদে জলের নির্মল প্রবাহের কামনা করা হয়েছে। এই কামনার মাধ্যমে পরিবেশের স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। সামবেদে তেজ: স্বরূপ অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা মানুষের দীর্ঘায়ূর জন্য শুদ্ধ বায়ুর প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং দেখা যায় বেদে বিভিন্ন প্রয়োজনে পরিবেশ তত্ত্বের উপাসনার কথা আছে, যা পরিবেশ রক্ষার বা পরিবেশ স্বচ্ছতার ইঙ্গিত দেয়।

Endnotes

1. ঋগ্বেদ (5/84)
2. অথর্ববেদ (12/1/3)
3. অথর্ববেদ (12/1/1/22)
4. অথর্ববেদ (12/1/59)
5. অথর্ববেদ (12/1/1/44)
6. ঋগ্বেদ (1/23/19)
7. শুক্লো যজুর্বেদ (4/12)
8. শুক্লো যজুর্বেদ (10/15)
9. যজুর্বেদ (11-51)
10. সামবেদ(1838/ঋগ্বেদ-10/9/1)
11. যজুর্বেদ (1-12)
12. যজুর্বেদ (36/12)
13. ঋগ্বেদ (10/170/3-4)
14. ঋগ্বেদ (1/50/4)
15. ঋগ্বেদ (1/50/7)
16. ঋগ্বেদ (1/113/16)
17. অথর্ববেদ (4/5/5/3)
18. ঋগ্বেদ (10/100/3)
19. সামবেদ (1831)
20. সামবেদ (1350)
21. সামবেদ (114)
22. ঋগ্বেদ (6//37/3)
23. সামবেদ(1840)/ঋগ্বেদ (10/186/1)
24. ঋগ্বেদ (10/186/20)
25. শুক্ল যজুর্বেদ (36/10)
26. শুক্ল যজুর্বেদ (22/26)

Bibliography

- বসু, ডঃ যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে. এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা -১৯৯৩
- ঘোষ, ড. বিজিত, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
- শর্মা, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক ব্যাখাত ও সম্পাদিত, ঋগ্বেদ সংহিতা
- ভারতীয়, প্রো. (ডা.) ভবানীলাল, ঋগ্বেদ: এক সরল পরিচয়, প্রকাশক আর্ষ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট
- সামবেদসংহিতা হরক প্রকাশনী।এ, ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।কলিকাতা ১২, অক্টোবর, ১৯৭৫।
- গোস্বামী, শ্রীবিজনবিহারী, অথর্ববেদ, হরফ প্রকাশনী । এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০ ১৭
- সাতবলেকর, সম্পাদক শ্রীপাদ দামোদর, মণ্ডল, স্বাধ্যায়, যজুর্বেদ সংহিতা, পারডী নগর, গুজরাট।চতুর্থ সংস্করণ।
- অথর্ববেদ সংহিতা হরফ-প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা
- Winternitz, Maurice, History of Indian Literature, Oriental Books, New Delhi, 1972

Web Sources

- https://www.anhadkriti.com/avdhesh-kumar-essay-saamaajik-parivesh
- https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/lekh2nd_hin2019-20.pdf
- https://theyogainstitute.org/panchmahabhoota-5-elements

———